যুগান্তর

পলিটেকনিক ছাত্রদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ : ক্লাস হচ্ছে না ৬ মাস

চট্টগ্রাম ব্যুরো

সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কয়েক দফা আন্দোলন সহিংসতার পর ৬ মাস ধরে সব বর্ষের ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। ফলে এসব শিক্ষার্থী এখন শিক্ষা জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন। একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন তাদের অভিভাবকরা। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চট্টগ্রামে ৩টি সরকারি ও ১১টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা চালিয়ে আসছিল। এখন তারা অন্য কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। কেননা এসব শিক্ষার্থীর মূল সনদপত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় জমা দিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে চাকরির বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ আবু সালেহ যুগান্তরকে বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের ভালো চাই, কিন্তু আমাদের করার কিছুই নেই। সরকারের নীতিনির্ধারকরা সমস্যার সমাধান করবেন। আশা করি কিছুদিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। এতে সারা দেশে ৭৫ হাজার নতুন ভর্তিকৃত ও অষ্টম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা দীর্ঘদিন গেজেট আকারে প্রকাশ না হওয়ার কারণেই মূলত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ছে। ক্রমেই তা ক্ষোভে পরিণত হচ্ছে। ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর ক্লাস পরীক্ষা হচ্ছে না। এদিকে অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষা ২০১৩ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা হচ্ছে না, সেশনজটের আশঙ্কা করছেন তারা। এসব সমস্যার সমাধান না হওয়া এবং গেজেট প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার পেছনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সরকারের আমলাদের দায়ী করেছেন। আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংগঠন বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের নেতারা বলেন, গেজেটটি আইন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। এখন আমলাদের কারণেই তা প্রকাশ হচ্ছে না। সরকার চাইলেই খুব তাড়াতাড়ি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এর আগে পেশাগত বৈষম্য নিরসন ও সুপারভাইজিং পদ পরিবর্তনসহ কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন করেছে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা। আন্দোলন ক্রমেই সহিংসতায় রূপ নেয়ায় সরকারের তরফ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে শিক্ষার্থীরা।